সমকাল - ০৭-১১-২০২৪

ডিজিটাল বৈদ্যুতিক মিটার

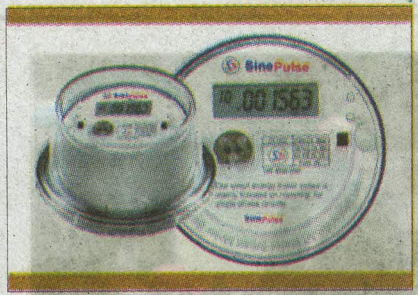

বাংলাদেশের একদল তরুণ প্রকৌশলী সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন এক স্মার্ট ডিজিটাল বৈদ্যুতিক মিটার, যা শুধু আপনার বিদ্যুৎ বিলের হিসাবই রাখবে না, আপনার বিদ্যুৎ খরচ কমিয়ে সাশ্রয় করার উপায় বাতলে দেবে।

বর্তমানের এনালগ বিদ্যুৎ মিটারের বিল লেখার জন্য কর্মীদের বাড়ি বাড়ি যেতে হয়। কিন্তু নতুন আবিষ্কার করা এই ডিজিটাল মিটারের রিডিং নেওয়ার ক্ষেত্রে কাউকে রোদ-বৃষ্টির মধ্যে বাড়ি বাড়ি যেতে হবে না। বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের তৈরি এই স্মার্ট মিটারে রিডিং জানা যাবে, মোবাইল ফোন থেকেই। তাছাড়াও মিটার রিডিং আপনাআপনি বিদ্যুতের পাওয়ার কেবল বা তার দিয়ে চলে যাবে বিদ্যুৎ কোম্পানির সার্ভারে। স্মার্ট মিটারের আবিষ্কারক ঢাকার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এপলম্বটেক বিডিও প্রধান সায়েফ উল্লাহ ব্যাখ্যা করছিলেন কীভাবে তাদের এ মিটার কাজ করে। তিনি বলেছেন, এই মিটারের মধ্যে অনেক সফটওয়্যার লাগানো আছে, যা মোবাইল নেটওয়ার্কের সঙ্গে মিলে কাজ করবে। ফলে আপনি আপনার মোবাইলে মিটারের রিডিং দেখতে পাবেন। প্রতিদিন-প্রতি ঘণ্টায়-প্রতি মাসে-প্রতি বছর কী পরিমাণ বিদ্যুৎ আপনি ব্যবহার করেছেন তা আপনী দেখতে পারবেন। যে তার দিয়ে বিদ্যুৎ যাচ্ছে, সেই তার দিয়েই আপনার মিটারের রিডিং চলে যাবে সার্ভারে। যখন আপনি বাসায় থাকবেন না, তখন আপনার শর্টসার্কিট এড়াতে মোবাইল ফোন থেকেই বাসার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে পারবেন। বিদ্যুতের কারচুপি এড়াতে এই মিটার ১০০ ভাগ নিরাপদ উপযোগী। এক সার্ভারে বসে থেকেই আপনি জানতে পারবেন কোথায় কোন মিটারে কী পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার হচ্ছে। কোন জায়গায় বিদ্যুতের অপচয় হচ্ছে। কেউ যদি কোনো মিটারে বিদ্যুৎ চুরির চেষ্টা করে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সার্ভারে একটা নোটিফিকেশন বা সতর্কবার্তা চলে যাবে। এটাকে বলে টেম্পারিং। যদি আপনি টেম্পারিং করেন, সঙ্গে সঙ্গে জানা যাবে অমুক মিটারে টেম্পারিং চলছে। একই সঙ্গে ব্যবহারকারীর মোবাইলেও একটা নোটিফিকেশন চলে যাবে। তারপর টেম্পারিংকারীকে ধরা ও শাস্তি দেওয়া সম্ভব। এর মধ্যে আছে বেশ কিছু হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার ও অনেক ফিচার। বর্তমানে বাংলাদেশের সব মিটার বিদেশ থেকে আসছে। বিশেষ করে– চীন, ভারত, সুইজারল্যান্ড ও জার্মানি থেকে। এর দাম পড়ে ১২০০-২০০০ টাকা। অনেক দিন ধরেই এই মিটার আমদানি চলছে। কিন্তু কেউ এই মিটারগুলোকে উন্নতমানের করেনি। আমরাই প্রথম এই প্রচেষ্টা চালাই। শেষ পর্যন্ত আমরা পরনির্ভরশীলতাকে বাতিল করে ডিজিটাল মিটার আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি। এই মিটার একজন গ্রাহককে টার্গেটও ঠিক করে দিতে পারে। তিনি এক মাসে ঠিক কী পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ করতে চান। যদি তিনি চান, এক মাসে ২০০০ টাকার বেশি বিল উঠাবেন না, তাহলে সেটা মিটারে আগে থেকেই সেট করে দেওয়া যাবে। যখন তার বিদ্যুৎ বিল ঠিক ২০০০ টাকার কাছাকাছি আসবে– তখন গ্রাহকের কাছে একটি সতর্ক বার্তা বা নোটিফিকেশন চলে যাবে– তিনি টার্গেটের কাছে পৌঁছে গেছেন। সহজ কথায় বলতে গেলে একজন গ্রাহক কী পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ করতে চান, সেটাও এই মিটার দিয়েই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

সবুজ আহমেদ, ইন্টারনেট